দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ / ২ ...

ঢাবি সিনেট নির্বাচনে কয়েক জেলায় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের বাধা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ২৫টি পদে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচনে প্রথম দফায় গতকাল (শনিবার) ঢাকার বাইরের ২৬টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোটার আইডি কার্ড না পেয়ে চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, বরিশাল ও খুলনা কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে বেশ ক'জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ক্ষোভ প্রকাশ করে ফিরে গেছেন। খুলনায় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ প্যানেলের ক্যাম্প করতে বাধার অভিযোগ উঠেছে। এদিকে একই ঠিকানায় অর্ধশতাধিক ভোটার করানোর অভিযোগে জাতীয়তাবাদী ঐক্য প্যানেলের এক প্রার্থীর ব্যবসায়িক অফিসে তল্লাশি চালিয়ে ৭টি ভোটার কার্ড ও কম্পিউটারসহ নির্বাচনী প্রচারণার কাগজপত্র জব্দ করেছে পুলিশ। উদ্ভূত পরিস্থিতিকে হয়রানী অভিযোগ করে সরকারি দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কারচুপির নির্বাচন আয়োজনের অভিযোগ করেছে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ। জানা যায়, গতকাল সকাল ১০টা থেকে দেশের ২৬টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। বরিশাল কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সমর্থিত গণতান্ত্রিক ঐক্যপরিষদের এক প্রার্থী ভোটারদের কাছে গুজব ছড়িয়ে দেন যে, জাল ভোটার বানানোর অভিযোগে জাতীয়বাদী ঐক্য পরিষদের এক প্রার্থীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বেলা ১১টার দিকে এই প্রার্থীর ফার্মগেটের অফিসে যায় পুলিশ। এই ঠিকানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮১ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটকে ভোটার বানানো হয়েছে মর্মে শাহবাগ থানায় জিডি হয়েছে বলে জানানো হয় এবং তাদের অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে নির্বাচনী

পৃঃ ১৫ কঃ ৪

ঢাবি সিনেট নির্বাচনে কয়েক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

[illegible] করে ব্যবহৃত কম্পিউটারের সিপিও, ভোটার তালিকা, নির্বাচনী লিফলেট ও দু'জনকে আটক করে পুলিশ তেজগাঁও থানায় নিয়ে যায়। তবে বিকেল ৩টায় শাহবাগ থানায় জিডি সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিউটি অফিসার জানান, সিনেট নির্বাচনের বিষয় নিয়ে আমাদের কাছে কোন অভিযোগ আসেনি। তবে আমাদের একটি টিম বাইরে আছে। তারা অন ডিউটিতে কিছু দেখতে বা জানতে পারেন। তেজগাঁও থানার এক পুলিশ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, উর্ধতন পুলিশ কর্মকর্তারা দু'জনকে সন্দেহমূলক হিসেবে আমাদের থানায় হস্তান্তর করেছে। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে ছেড়ে দিবো।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদ নেতারা জানান, তাদের প্যানেলের ওই প্রার্থী গত ১০ দিন আগে চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে গেছেন। আরও দু'দিন পর তার ফেরার কথা রয়েছে। কিন্তু গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও একজন শীর্ষ কর্তার নির্দেশে রমনা থানা পুলিশ অতি উৎসাহী হয়ে এ তল্লাশি চালিয়ে নির্বাচনের পরিবেশকে ঘোলাটে করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জাতীয়তাবাদী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ তালুকদার বলেন, 'আরও অনেক ঠিকানায় অর্ধশতাধিক ভোটার হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রার্থীর প্রতিষ্ঠানে দু'শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাজুয়েট চাকরি করছেন। অফিসের ঠিকানায় তারা ভোটার হলে সেটা কি অপরাধ? আমাদের প্যানেলকে হয়রানী করতে গতকাল ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছে।' এরআগে জাতীয়তাবাদী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদের বাসায় পুলিশ পাঠিয়ে সরকার সমর্থিতরা বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] নষ্ট করেছে। নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করেছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. সাইফুল ইসলাম খান সাংবাদিকদের বলেন, 'এক ঠিকানায় অধিক ভোটার হওয়ার অভিযোগে পুলিশের তদন্তে সহায়তা করতে আমিও ঐ প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই আমি সেখানে গিয়েছি।'

গতকাল ২৬টি কেন্দ্রে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ চলে। কেন্দ্রগুলো হলো- শেরপুর সরকারি কলেজ, নেত্রকোনা সরকারি কলেজ, শরিয়তপুর সরকারি কলেজ, গোপালগঞ্জ সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ, বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ, পিরোজপুর সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, বরগুনা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঝালকাঠি সরকারি কলেজ, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ, ভোলা সরকারি কলেজ, লক্ষীপুর সরকারি মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সরকারি কলেজ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ, নোয়াখালী চৌমুহনী সরকারি এস এ কলেজ, সিলেটের এম সি কলেজ, খুলনার আযম খান সরকারি কমার্স কলেজ, যশোরের সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজ, ঝিনাইদহ সরকারি কে সি কলেজ, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজ, রংপুরের সরকারি কারমাইকেল কলেজ এবং পাবনার সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ।

আগামী ৩১ মে ঢাকার বাইরের ১৩টি কেন্দ্রে এবং ৭ জুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবছর নির্বাচনে মোট ভোটার ২৬ হাজার ৭৭ জন।